কলকাতার কড়চা

চিত্রগ্রাহকের জীবনচিত্র

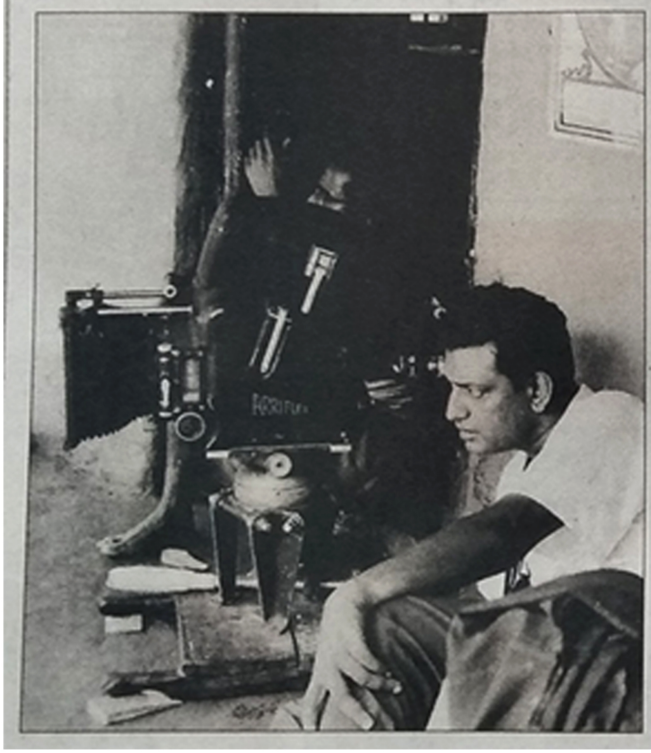

সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে চিত্রগ্রহণের জন্য ডাক পেলেন তিনি, একই সঙ্গে তাঁরই পরিচালিত কাহিনিচিত্র 'তিনকন্যা'য় (সঙ্গে তার শুটিঙে সত্যজিৎ রায়)। এ বার স্বাধীন আলোকচিত্রীর ভূমিকায়। বাকিটা উজ্জ্বল ইতিহাস। সত্যজিৎ ছাড়াও সৌমেন্দু রায় (জন্ম ১৯৩২) কাজ করেছেন তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, রাজা সেনের মতো পরিচালকের সঙ্গে। পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার-সহ বহু সম্মান। এ বার জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ, উত্তরপাড়া ও হিন্দমোটর ফোকাস-এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে সৌমেন্দু রায়ের জীবন ও সৃজন আধারিত ডিজিটাল আর্কাইভ 'সৌমেন্দু সিন্দুক'। গত ৪ জুন সৌমেন্দু রায় 'জীবনস্মৃতি'র কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ কয়েকটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের কপি। দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর স্বাধীন আলোকচিত্রের শুটিং পর্যায়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য সংবলিত একটি ডায়েরি। এর আগে বিভিন্ন সময়ে তিনি 'জীবনস্মৃতি'কে দান করেছেন অনেক বই, গুপিগাবাবা-য় হাল্লা রাজার সভাগৃহে ব্যবহৃত একটি চাঁদমারি আর সত্যজিৎ রায়-সহ নানা পরিচালকের যে সব ছবিতে তিনি চিত্রগ্রাহকের কাজ করেছেন সে সবের শুটিং স্ক্রিপ্টের ডিজিটাল কপি। গত বারো বছরের চেষ্টায় সৌমেন্দুর করা কাহিনিচিত্র তথ্যচিত্র ও টেলিচিত্রের প্রায় নব্বই শতাংশের ডিজিটাল কপি এখন 'জীবনস্মৃতি'র সংগ্রহে। আছে তাঁর সাক্ষাৎকার, সৌমেন্দুর আলোকচিত্র প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক চার বছরে প্রায় তিন হাজার মিনিটের অডিয়ো-ভিজুয়াল— যা আগামী প্রজন্মের এই শিল্প চর্চার জন্য অমূল্য। গবেষকদের ব্যবহারের জন্য সৌমেন্দু রায়ের এই দানকে সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা করবে 'জীবনস্মৃতি', জানালেন অরিন্দম। তাদেরই উদ্যোগে ১৪ জুন বিকেল ৫টায় চিত্রবাণী সভাগৃহে 'গুপিগাবাবা ৫০' শীর্ষকে বলবেন দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। দেখানো হবে অরিন্দম সাহা সরদার নির্মিত ৭২ মিনিটের 'সৌমেন্দু রায়' (২০০৭) তথ্যচিত্রটি।

কলকাতার কড়চা
আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ মে ২০১৯

সিনেমাযাপন

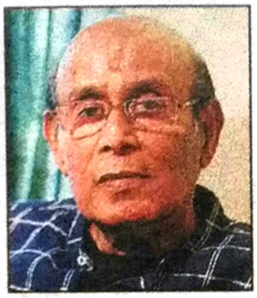

■ কবি ও চলচ্চিত্রকার বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের জীবনযাপনের ৭৫ (জন্ম ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪) ও সিনেমাযাপনের ৫০ বছর (প্রথম চলচ্চিত্র ‘সময়ের কাছে’, ১৯৬৮, স্বল্পদৈর্ঘ্য) পূর্তি উপলক্ষে ফোকাস ও জীবনস্মৃতির যৌথ উদ্যোগে একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান হবে ১২ মে বিকেল ৫টায় উত্তরপাড়া জীবনস্মৃতি কক্ষে। বুদ্ধদেববাবু নিজের কবিতা পড়বেন, বলবেন তাঁর সিনেমা নিয়ে। প্রকাশিত হবে একটি পুস্তিকা, তাতে থাকছে তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার পাণ্ডুলিপি, রেখাচিত্র, বিভিন্ন চলচ্চিত্রের স্থিরচিত্র, সংক্ষিপ্ত জীবনলেখ, চলচ্চিত্র ও গ্রন্থপঞ্জি। বুদ্ধদেববাবু জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভকে দান করছেন তাঁর সব ক’টি কাহিনিচিত্র ও তথ্যচিত্রের ডিজিটাল কপি, পোস্টার বুকলেট স্থিরচিত্র পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি। সম্প্রতি তাঁর একটি দীর্ঘ অডিয়ো-ভিসুয়াল সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন অরিন্দম সাহা সরদার। এই সবই গবেষকদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২০১৯

কলকাতার কড়চা

এসরাজশিল্পী রণধীর রায়

এক-একজনের জন্য এক-একটা যন্ত্রর সৃষ্টি হয়। যেমন সরোদ আলি আকবরের জন্য, সানাই বিসমিল্লা খান, গীটার ব্রিজভূষণ কাব্রা-র, এস্রাজ তেমন রণধীরের জন্যই জন্মেছিল। অকালে সে চলে না-গেলে সারা দেশ আমার মতের পক্ষে সায় দিত।" বলেছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অপূর্ণ ছেচল্লিশে চলে গিয়েছিলেন বিশ্বভারতী সঙ্গীতভবনের অধ্যাপক রণধীর রায় (১৯৪৩-৮৯), কিন্তু তাঁর এই হ্রস্ব জীবনে পূর্ণ একক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন এসরাজকে। এসরাজবাদককে সহায়ক সঙ্গতকার থেকে একক সঙ্গীতশিল্পীর মান্যতা দিয়েছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশিষ্ট শিল্পী অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আর যন্ত্রটির সীমাবদ্ধতা ও অমিত সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিলেন অশেষচন্দ্রের সুযোগ্য শিষ্য রণধীর। তাঁর হাত ধরেই এসরাজ উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অধিবেশনে অনুষঙ্গ-যন্ত্রের পরম্পরা থেকে সেতার সরোদ সুরবাহারের পাশে একক যন্ত্রের মর্যাদা পেল। ধ্রুপদী হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের গৎকারি আর গায়ন অঙ্গের সমীকৃত ব্যঞ্জনা ও বাজের বিস্তার ঘটাতে যন্ত্রের আমূল সংস্কার করেছিলেন তিনি। বর্তমানে যাঁরা দেশেবিদেশে এসরাজ যন্ত্রে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত পরিবেশন করেন, তাঁরা সকলেই রণধীরের পরিকল্পিত যন্ত্রটি ব্যবহার করেন।

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য প্রশান্ত রায় ও নন্দলাল বসুর ছাত্রী গীতা রায়, এই শিল্পীদম্পতির কনিষ্ঠ সন্তান রণধীর দশ থেকে তেইশ বছর বয়েস পর্যন্ত সনাতন গুরুমুখী পদ্ধতিতে তালিম নেন অশেষচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে। পরে জাতীয় বৃত্তিতে তাঁর প্রশিক্ষক ছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণুগোবিন্দ যোগ ও পণ্ডিত ধ্রুবতারা জোপশি। ১৯৭৫ থেকে সঙ্গীতভবনে অধ্যাপনায় যোগ দেন রণধীর। তিনি দেশে-বিদেশে তাঁর উদ্ভাবিত এসরাজে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রদ্ধা অর্জন করেন। শ্রোতারা তাঁর কাছে পেয়েছেন একাধিক রাগরূপের মিশ্রণে তিলক-কল্যাণ, সিন্ধু-গান্ধার, ভূপ-ভাটিয়ার, মাজ-ইমন, মধু-পলাশের মতো নতুন সৃষ্টি। ২৪ মার্চ ১৯৮৯ কলকাতার সুজাতা সদনে সঙ্গীত উৎসবে সুরের নিবেদনে উজাড় করে দেন নিজেকে, আর সেই রাত্রেই সুরশিল্পী পাড়ি দিলেন অজানা ঠিকানায়। তাঁর ৭৫তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জীবনস্মৃতি ডিজিটাল আর্কাইভ প্রযোজিত, হিন্দমোটর ঘোকাস নিবেদিত অরিন্দম সাহা সরদারের ৬৫ মিনিটের তথ্যচিত্র 'এস্রাজের রণধীর' ৪ জুলাই শিল্পীর জন্মদিনে প্রদর্শিত হল শান্তিনিকেতনে। এ বার ১২ জুলাই বিকেল ৫টায় কলকাতার নজরুলতীর্থ, নিউটাউনে এবং ২০ জুলাই বিকেল ৫টায় চিত্রবাণীতে সেটি দেখানো হবে।